গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
প্রশাসন-৩
www.ssd.gov.bd

স্মারকনং- ৫৮.০০.০০০০.০১৪.০৬.০০১.১৮-৩২২

তারিখঃ ০৩ আশ্বিন ১৪২৫
১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৮

বিষয়ঃ বিভাগীয় কমিশনার সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে ৩০-০৮-২০১৮ খ্রি: তারিখে অতিরিক্ত সচিব (নিরাপত্তা ও বহিরাগমন) মহোদয়ের সভাপতিত্বে বিভাগীয় কমিশনার সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি : সভার কার্যবিবরণী।

১৮.০৯.১৮
মোঃ আবদুল কাদির
উপসচিব
ফোন:+৮৮০ ৪৭১২৪৩৫৯
admin3@ssd.gov.bd

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১ . মহাপরিচালক, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, ঢাকা।
২ . বিভাগীয় কমিশনার (ঢাকা/চট্টগ্রাম/বরিশাল/রাজশাহী/খুলনা/সিলেট/রংপুর/ময়মনসিংহ)।
৩ . অনুবিভাগ প্রধান, নিরাপত্তা ও বহিরাগমন/প্রশাসন ও অর্থ/উন্নয়ন/অগ্নি/মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ/কারা), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
৪ . মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ঢাকা।
৫. মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা।
৬. কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা।

অনুলিপিঃ

০১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
প্রশাসন-৩ অধিশাখা
www.ssd.gov.bd

বিভাগীয় কমিশনারগণের সাথে আগস্ট ২০১৮ খ্রি. মাসে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : জনাব মোহাম্মদ আজহারুল হক
অতিরিক্ত সচিব (সচিবের দায়িত্বে), সুরক্ষা সেবা বিভাগ।
তারিখ : ৩০ আগস্ট ২০১৮ খ্রি:
সময় : বেলা ০৩.৪০ মিনিট
স্থান : মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ।

উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক' তে উপস্থাপন করা হলো।

সভাপতি সভার শুরুতে সকলকে শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানিয়ে সূচনা বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি বলেন, মাঠ পর্যায়ে সরকারের সকল কর্মসূচি ও উন্নয়ন কর্মকান্ড তদারকী ও সমন্বয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন বিভাগীয় কমিশনারবৃন্দ। মাঠ পর্যায়ের সর্বোচ্চ পদাধিকারী কমিশনারবৃন্দের সাথে মন্ত্রণালয়/বিভাগের অনুষ্ঠিত সভায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা হয়ে থাকে। তিনি বিভাগীয় কমিশনারগণের সার্বিক সহযোগিতায় সুরক্ষা সেবা বিভাগের আওতাধীন অধিদপ্তরসমূহের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম আরও গতিশীল হবে মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি নবসৃষ্ট সুরক্ষা সেবা বিভাগকে একটি গতিশীল ও কার্যকর সেবামুখী জনবান্ধব প্রশাসন হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে স্ব স্ব অবস্থানে থেকে আন্তরিকভাবে কাজ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহবান জানান। বিভাগীয় কমিশনারগণ সভায় উল্লেখ করেন যে, বিভাগীয় কমিশনারগণের সাথে এ বিভাগের সমন্বয় সভার প্রেক্ষিতে আওতাধীন অধিদপ্তরসমূহের মাঠ পর্যায়ে চলমান উন্নয়নমূলক ও দাপ্তরিক কাজের দৃশ্যমান অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

অতঃপর আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়সমূহের উপর দপ্তর প্রধান এবং বিভাগীয় কমিশনারগণ বক্তব্য উপস্থাপন করেন। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

০২. বিগত সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন:

বিগত ৩১-০৫-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন করা হয়।

০৩. **দপ্তর/সংস্থাওয়ারি আলোচনা ও সিদ্ধান্তসমূহ:**

ক. মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর:

নং	বিষয় ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
ক.	মাদকের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা জোরদারকরণ	• গুরুত্বপূর্ণ স্থান/বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল, কলেজ প্রাঙ্গণে মাদকবিরোধী সচেতনতামূলক সাইনবোর্ড ও বিলবোর্ড ইত্যাদি স্থাপন অব্যাহত রাখা; • মাদকবিরোধী বিভিন্ন সভা-সমাবেশ, র‍্যালি, ক্যাম্পেইন ইত্যাদি আয়োজনে সকল প্রকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অন্তর্ভুক্ত করা এবং শিক্ষকদের মাধ্যমে গণসচেতনতা সৃষ্টির কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার উদ্যোগ অব্যাহত রাখা; • মাঠ পর্যায়ে অনুষ্ঠিতব্য সকল প্রকার সভা/সেমিনারে মাদকবিরোধী আলোচনার বিষয়টিকে এজেন্ডাভুক্ত করা; • ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর সহযোগিতায় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মাদকের বিরুদ্ধে প্রচার অব্যাহত রাখা; যেমন ইমামগণকে প্রশিক্ষণ প্রদানকালে প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধনকালে/প্রশিক্ষণ ক্লাসে উপজেলা নির্বাহী অফিসার/জেলা প্রশাসক কিংবা অনুরূপ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক মাদকের বিরুদ্ধে বক্তব্য প্রদান করা, ইমামগণ কর্তৃক শুক্রবার জুমার নামাজের খুতবার আগে মাদকের বিরুদ্ধে সচেতনতামূলক বক্তব্য প্রদান করা, এসকল কার্যক্রমে	মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার(সকল) /মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ প্রধান।

		উপপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশনকে যুক্ত করা এবং বিষয়টি ফলোআপে রাখা; • ধর্মীয় সভা/ওয়াজ মাহফিলে মাদকের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক মাদকবিরোধী বক্তব্য প্রদান করা; • মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়ের জেলা এবং বিভাগীয় পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ কতৃর্ক যথাক্রমে জেলা প্রশাসক এবং বিভাগীয় কমিশনারগণের সফরসূচি সংগ্রহপূবর্ক জেলা প্রশাসক এবং বিভাগীয় কমিশনারগণ কতৃর্ক গুরুত্বপূর্ণ সভা-সমাবেশে যোগদান কিংবা স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা তথা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনকালে মাদকের সর্বগ্রাসী কুফল সম্পর্কে বক্তব্য প্রদানের জন্য যোগাযোগ রাখা। বিভাগীয় কমিশনার এবং জেলা প্রশাসকগণ কর্তৃক তাঁদের দৈনন্দিন সফরসূচির অনুলিপি বিভাগীয়/জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়ে প্রেরণ করা; • মাদকবিরোধী কর্মসূচি নিয়ে বিভাগীয় আইন-শৃংখলা কমিটি, জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি এবং জেলা ও উপজেলা আইন-শৃংখলা কমিটির সভায় এজেন্ডাভুক্ত করে আলোচনা অব্যাহত রাখা; • মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক নিয়মিত ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে সচেতনতামূলক সভায় অংশগ্রহণ করা; • মাদকবিরোধী প্রচারণার অংশ হিসেবে গৃহীত সকল কার্যক্রম মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা, সেগুলো নিয়মিত আপডেট করা এবং প্রমাণাদিসহ প্রতিবেদন প্রেরণ নিশ্চিত করা।	
খ.	মাদকমুক্ত উপজেলা ঘোষণা	• মাদকমুক্ত সমাজ গঠনের লক্ষ্যে একশন প্লান হিসেবে প্রতিটি বিভাগে একটি করে মাদকমুক্ত উপজেলা ঘোষণার পাইলট প্রকল্প গ্রহণ করা; • মাদকমুক্ত উপজেলা ঘোষণার পাইলট প্রকল্প গ্রহণের নিমিত্ত প্রত্যেক বিভাগে একটি করে উপজেলা নির্বাচনের জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার বরাবর পত্র প্রেরণ করা।	মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/বিভাগীয় কমিশনার/(সকল) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ প্রধান।
গ.	মাদকবিরোধী তথ্যচিত্র প্রদর্শন	• মাদকবিরোধী বিভিন্ন ধরনের ডকুমেন্টারি ফিল্ম ও প্রকাশনা প্রচার অব্যাহত রাখা; • জেলা পর্যায়ে বড় বড় হাট-বাজারে কিংবা মেলা চলাকালে জেলা তথ্য অফিস কর্তৃক জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ সিনেমা ইত্যাদির মাধ্যমে প্রচারকালে মাদকবিরোধী বক্তব্য প্রচারের জন্য বিভাগীয় কমিশনারগণ কর্তৃক জেলা প্রশাসকগণকে অনুরোধ করা।	মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার (সকল)/ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ প্রধান।
ঘ.	সীমান্তে মাদক পাচার রোধ করা	• সীমান্ত পথে মাদকদ্রব্যের অনুপ্রবেশ/পাচার রোধকল্পে বিভাগীয় কমিশনারগণ কর্তৃক কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা।	বিভাগীয় কমিশনার(সকল)।
ঙ.	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অধিনস্ত দপ্তরসমূহের কার্যক্রম তদারকিকরণ	• বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকগণ কর্তৃক নিয়মিত মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অফিসসমূহ পরিদর্শন অব্যাহত রাখা এবং এ সংক্রান্ত কাজের অগ্রগতি সুরক্ষা সেবা বিভাগকে অবহিত করা।	মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার(সকল) /মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ প্রধান।

চ.	মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র	• সরকারি হাসপাতালগুলোতে শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধির সময়ে কিংবা নতুন হাসপাতাল নির্মাণকালে মাদকাসক্ত রোগীদের জন্য পৃথক ওয়ার্ড স্থাপন এবং বিদ্যমান সরকারি হাসপাতালসমূহে মাদকাসক্তদের জন্য অন্তত একটি ওয়ার্ড পৃথকভাবে ব্যবহারের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ/স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা; • স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের মাধ্যমে জেলা/উপজেলা পর্যায়ে প্রতিটি হাসপাতালে মাদকাসক্ত রোগীদের জন্য পৃথক ইউনিট স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা; • লাইসেন্স প্রাপ্ত (সংলগ্নী-১) মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রসমূহে স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার জন্য জেলা পর্যায়ে সিভিল সার্জন ও উপজেলা পর্যায়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তার সাথে সমন্বয়সাধন করে নিয়মিত নিরাময় কেন্দ্রসমূহ পরিদর্শন অব্যাহত রাখা; • কারাগারগুলোতে মাদকাসক্ত বন্দিদের জন্য পৃথক সেল স্থাপন করা; • যে সকল জেলায় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র নেই (সংলগ্নী-২) সে সব জেলায় স্থানীয় ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে বেসরকারি পর্যায়ে আরো বেশী সংখ্যায় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপনে উৎসাহ প্রদান করা; • দুর্বল/রুগ্ন মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি কল্পে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা;	মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার(সকল)/মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ প্রধান।
ছ.	বিভাগীয় পর্যায়ে সভা অনুষ্ঠান	• মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার রোধকল্পে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক বিভাগীয় কমিশনারগণকে যুক্ত করে বিভাগীয় পর্যায়ে মাদকবিরোধী সভার আয়োজন করা; • বিভাগীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিতব্য সমাবেশে মাননীয় মন্ত্রী, সচিব এবং স্থানীয় গণ্যমান্য রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গকে সম্পৃক্ত করে মাদকবিরোধী বড় সমাবেশের আয়োজন করা।	মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার(সকল) /মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ প্রধান।
জ.	মোবাইল কোর্ট এবং টাস্কফোর্স অভিযান পরিচালনা	• উপজেলা, জেলা এবং মাদকপ্রবণ এলাকায় নিয়মিত মোবাইল কোর্ট এবং টাস্কফোর্স অভিযান পরিচালনা অব্যাহত রাখা।	মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার(সকল) /মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ প্রধান।
ঝ.	পাঠ্যপুস্তকে মাদকের অপব্যবহার রোধ কল্পে শিক্ষা কারিকুলামে সূচি অন্তর্ভুক্তকরণ	• মাদকের অপব্যবহার রোধকল্পে শিক্ষা কারিকুলামের পাঠ্যপুস্তকে মাদকবিরোধী বিষয়াদি অন্তর্ভুক্তকরণের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা।	মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ প্রধান।
ঞ.	উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান	• মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এর কমর্কতা/কর্মচারীগণের সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে Training Need Assess করে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান অব্যাহত রাখা।	মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ প্রধান।

খ. কারা অধিদপ্তর:

নং	বিষয় ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
ক.	কারাগার পরিদর্শন	• বিভাগীয় কমিশনারগণ/জেলা ম্যাজিস্ট্রেটগণ কর্তৃক কারাগারসমূহ নিয়মিত পরিদর্শন অব্যাহত রাখা।	কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার(সকল)।
খ.	কারাগারের খাদ্যের মান পরীক্ষাকরণ	• বন্দিদের খাবারের মান যথাযথ আছে কি'না তা পরীক্ষা করার জন্য জেলা ম্যাজিস্ট্রেটগণ কর্তৃক তদারকি করা।	কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার(সকল)।
গ.	কারাগারের নামে	• কারা অধিদপ্তরের অধিগ্রহণকৃত জমির রেকর্ড কারা অধিদপ্তরের নামে	কারা মহাপরিদর্শক, কারা

	অধিগ্রহণকৃত জমির রেকর্ড সংশোধন	সংশোধনের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা; • শরীয়তপুর ও চাঁদপুর জেলা কারাগারের জমির বিষয়ে দায়েরকৃত মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করা; • ১৮টি কারাগারের (সংলগ্নী-০৩) জন্য দেওয়ানী মামলা দায়েরের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা।	অধিদপ্তর/বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম/কারা অনুবিভাগ প্রধান ।
ঘ.	অবৈধভাবে দখলকৃত কারাগারের জমি উদ্ধার	• বিজিবি কর্তৃক রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারের জমি অপদখল সংক্রান্ত বিষয় নিষ্পত্তির জন্য জরুরিভিত্তিতে সভা আহবান করা; • কারাগারের জমি দখলমুক্ত করার লক্ষ্যে সীমানা নির্ধারণপূর্বক সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করা; • অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদের জন্য প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা; • মুন্সিগঞ্জ, কুমিল্লা, জামালপুর, কক্সবাজার, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, পাবনা, বরিশাল, টাঙ্গাইল জেলা কারাগারের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা।	কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার/কারা অনুবিভাগ প্রধান ।
ঙ.	এল এ প্রাক্কলন প্রস্তুতকরণ	• বিজ্ঞ আদালতে বিচারাধীন এল এ সংক্রান্ত মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইনি সহায়তা প্রদান করা।	কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার/কারা অনুবিভাগ প্রধান ।
চ.	অবৈধভাবে মোবাইল ফোন ব্যবহার এবং কারাবিধি পরিপন্থী কার্যক্রম বন্ধ করা।	• কারাগারের অভ্যন্তরে অবৈধভাবে মোবাইল ফোন ব্যবহার বন্ধ এবং কারাবিধি পরিপন্থি কোন কার্যক্রম যাতে সংঘটিত না হয় সে জন্য সার্বক্ষণিক মনিটরিং কার্যক্রম অব্যাহত রাখা।	কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার/কারা অনুবিভাগ প্রধান ।
ছ.	কারাবন্দিদের হাসপাতালে অবস্থান	• দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তিকৃত কারাবন্দিদের পাক্ষিক প্রতিবেদন**(সংলগ্নী-৪)** কারাগার পরিদর্শনকালে যাচাইকরণের সুবিধার্থে প্রতি মাসে কারা অনুবিভাগ কর্তৃক সকল বিভাগীয় কমিশনার-কে গোপনীয়ভাবে সরবরাহের ব্যবস্থা করা;	কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার/কারা অনুবিভাগ প্রধান ।
জ.	কারাবন্দিদের শ্রেণিবিন্যাস	• কাস্টডি ওয়ারেন্টে Risk Level উল্লেখপূর্বক কোর্ট ইন্সপেক্টরগণের সহযোগিতায় কারাবন্দিদের শ্রেণিবিন্যাস করা; • যে সকল জঙ্গি চাঞ্চল্যকর মামলায় কারাগারে বন্দি আছে তাদেরকে বিভিন্ন সেলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রাখার ব্যবস্থাসহ নিয়মিত নজরদারি অব্যাহত রাখা।	কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার/কারা অনুবিভাগ প্রধান ।
ঝ	প্রিজন ভ্যান	• কারাবন্দি আসামিদের বিচারিক কার্যক্রম চলাকালে বর্তমানে চালুকৃত প্রিজন ভ্যানের মাধ্যমে আদালতে আনা-নেয়া ভীষণ কষ্টকর বিধায় বর্তমানে ব্যবহৃত যানবাহনের গুণগতমান ও সংখ্যাগত পরিমাণ মানবিক কারণে বৃদ্ধি করা;	কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান ।

গ. বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরঃ

নং	বিষয় ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
ক.	দালাল কর্তৃক পাসপোর্ট প্রত্যাশিদের হয়রানি বন্ধকরণ	• পাসপোর্ট অফিসের আশে-পাশে অবাঞ্চিত ব্যক্তি ও দালাল দ্বারা সেবা গ্রহীতার হয়রানি বন্ধ করার নিমিত্ত নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখা।	মহাপরিচালক, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার(সকল)/নিরাপত্তা ও বহিরাগমন অনুবিভাগ প্রধান ।
খ.	পাসপোর্ট প্রাপ্তির আবেদন	• ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে অনলাইনে পাসপোর্ট প্রাপ্তির আবেদনের বিষয়টি জনপ্রিয় করার নিমিত্ত জনসচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা; • পাসপোর্ট প্রত্যাশীদের পুলিশ প্রতিবেদন অনলাইনে প্রাপ্তির বিষয়টি জেলা আইন-শৃংখলা কমিটির সভায় আলোচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ	মহাপরিচালক, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার(সকল)/নিরাপত্তা ও বহিরাগমন অনুবিভাগ প্রধান ।

		করা; • Special Branch কর্তৃক সম্পাদিত পাসপোর্ট প্রত্যাশীদের প্রতিবেদন দ্রুত পাওয়ার লক্ষ্যে জেলা প্রশাসক/ বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। • মিয়ানমার থেকে আগত আশ্রয়প্রার্থী নাগরিকগণ যাতে বাংলাদেশী পাসপোর্ট পেতে না পারে সে জন্য সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা;	
গ.	পাসপোর্ট অফিস ভবন নির্মাণ	• ১৬টি জেলায় (সংলগ্নী-৫)পাসপোর্ট অফিসের নিজস্ব ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে চলমান কার্যক্রমে বিভাগীয় কমিশনার/জেলা প্রশাসকগণ কর্তৃক প্রয়োজনীয় সহায়তা করা; • "১৭ আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ প্রকল্প (সংলগ্নী-৬)" এর আওতায় ভবন নির্মাণের কাজ চলমান আছে, গুণগত মান নিশ্চিত করার স্বার্থে বিভাগীয় কমিশনার/জেলা প্রশাসকগণ কর্তৃক তাঁদের দৈনন্দিন সফরসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়মিত পরিদর্শন/তদারকি করা।	মহাপরিচালক, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার(সকল)/নিরাপত্তা ও বহিরাগমন অনুবিভাগ প্রধান ।
ঘ.	মিয়ানমার থেকে আগত আশ্রয় প্রার্থীদের নিবন্ধন	• মিয়ানমার থেকে আগত নাগরিকদের নিবন্ধন করার জন্য ৯৬টি ওয়ার্ক স্টেশন স্থাপন করা হলেও বর্তমানে ০২টি সাব-স্টেশন চালু রয়েছে। এখানে মূলত রোহিঙ্গা ক্যাম্পে জন্মগ্রহণকারী শিশুদের রেজিস্ট্রেশন করা হয়। কোন রোহিঙ্গা যাতে ক্যাম্প এলাকা ত্যাগ করতে না পারে সে বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখা। • মিয়ানমার হতে আগত আশ্রয়প্রার্থীগণের ক্যাম্পে মাদকবিরোধী কার্যক্রম প্রতিহত করার নিমিত্ত নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখা।	মহাপরিচালক, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার(সকল)/নিরাপত্তা ও বহিরাগমন অনুবিভাগ প্রধান ।

<u>ঘ. ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর:</u>

নং	বিষয় ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
ক.	অনাপত্তি সনদ গ্রহণ	• পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বহুতল ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর থেকে অনাপত্তি সনদ গ্রহণের বিষয়টিকে গুরুত্ব প্রদান করে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা।	মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার(সকল)/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।
খ.	জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত মামলা	• বিভিন্ন আদালতে বিচারাধীন এল এ মামলাসমূহের তালিকা মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর কতৃর্ক সকল বিভাগীয় কমিশনার-কে প্রদান করা (সংলগ্নী-৭); • ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের জমি অধিগ্রহণের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন আদালতে বিচারাধীন এল এ মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে জেলা প্রশাসকগণকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা; • ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম তরান্বিত করার জন্য বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক জেলা প্রশাসকগণকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা; • বিভাগীয় কমিশনারগণ জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/বিভাগীয় কমিশনার/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।
গ.	ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপনের জন্য জমি অধিগ্রহণ	• ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপনের নিমিত্ত যথোপযুক্ত স্থান নির্বাচন করা; • ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে কোন জটিলতা সৃষ্টি হলে বা মামলা-মোকদ্দমার উদ্ভব হলে উদ্ভূত পরিস্থিতি সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসককে অবহিত করা এবং সমাধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা; • ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপনের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণের কার্যক্রমকে (সংলগ্নী-৮) অগ্রাধিকারভিত্তিতে বিবেচনায় নেয়ার জন্য বিভাগীয় কমিশনারগণ কর্তৃক জেলা প্রশাসকগণকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা।	মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/বিভাগীয় কমিশনার/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।

ঘ.	স্যাটেলাইট ফায়ার স্টেশন স্থাপন	• স্যাটেলাইট ফায়ার স্টেশন নির্মাণের জন্য সম্ভাব্যতা যাচাই অব্যাহত রাখা; • স্যাটেলাইট ফায়ার স্টেশনের জন্য প্রয়োজনীয় জমির সর্বনিম্ন পরিমাণ সকল বিভাগীয় কমিশনারকে অবহিত করা; • ফায়ার সার্ভিস স্টেশন নেই এমন ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় বিভাগীয় কমিশনারগণের মতামতের ভিত্তিতে স্থান নির্বাচন করে তার তালিকা প্রস্তুত করা; • স্যাটেলাইট ফায়ার স্টেশন নির্মাণের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে MoU করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।	মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার(সকল)/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।
ঙ.	গণসচেতনতা জোরদারকরণ	• ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স কার্যালয়ের বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ কতৃর্ক যথাক্রমে বিভাগীয় কমিশনার এবং জেলা প্রশাসকগণের সফরসূচি সংগ্রহপূবর্ক বিভাগীয় কমিশনার এবং জেলা প্রশাসকগণ কতৃর্ক মহড়া অনুষ্ঠানে, গুরুত্বপূর্ণ সভা-সমাবেশে যোগদান কিংবা স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা তথা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনকালে অগ্নি নিরোধ সংক্রান্ত সচেতনতামূলক বক্তব্য প্রদানের জন্য যোগাযোগ করা। • এছাড়া বিভাগীয় কমিশনার এবং জেলা প্রশাসকগণ কর্তৃক তাদেঁর দৈনন্দিন সফরসূচির অনুলিপি বিভাগীয়/জেলা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স কার্যালয়ে প্রেরণ করা; • এলাকাভিত্তিক স্কুল-কলেজে অগ্নি ও দুর্ঘটনা প্রতিরোধে সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন অব্যাহত রাখা এবং গৃহীত কার্যক্রম ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করে নিয়মিত আপডেট করা; • জেলা/উপজেলা পর্যায়ের বড় বড় স্কুল-কলেজে নিয়মিত মহড়া অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে অগ্নি নিরোধ সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধি অব্যাহত রাখা; • প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্থানীয় ক্যাপাসিটি ও ভলান্টিয়ারের সংখ্যা বৃদ্ধিসহ তাদের তালিকা ওয়েব সাইটে প্রকাশ করে নিয়মিত আপডেট রাখা।	মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার(সকল)/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।
চ.	নবনির্মিত ফায়ার স্টেশনে জনবল পদায়ন	• নির্মাণকাজ শেষ হওয়ার পরেও জনবলের অভাবে চালু করা যাচ্ছে না এমন ফায়ার স্টেশনের তালিকাসহ জনবল নিয়োগ বিষয়ে সচিবকে অবহিত করে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা।	মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার(সকল)/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।
ছ.	আইন/বিধি প্রণয়ন	• যানবাহন এবং আবাসিক বাসা-বাড়িতে গ্যাস সিলিন্ডার ব্যবহারের সংখ্যাধিক্য এবং দুর্ঘটনার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে সিলিন্ডার নিয়মিত পরীক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা আহ্বান করত: এ সংক্রান্ত আইন প্রণয়নের উদ্যোগ অব্যাহত রাখা।	মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।

০৫। পরিশেষে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি কর্তৃক সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

৩০/০৯/১৮

(মোহাম্মদ আজহারুল হক)
অতিরিক্ত সচিব (সচিবের দায়িত্বে)
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।